

ইসলামী

গানের কথা

সংকলনেঃ এচ. এম. শরীফ

ইসলামী

গানের কথা

সংকলন ও সম্পাদ

এইচ. এম. শরীফ

অহযোগীতায়

এইচ. এম. আমির হোয়াইন

এইচ. এম. আবু আইদ

এইচ. এম. আনর্ডল্লাহ (আনী)

এইচ. এম. মোশাররফ

যোগাযোগ

এইচ. এম. শরীফ

গুকুন্দী, শিবপুর, নরসিংদী।

ফোনঃ ০১৭৪৭-৮৭৮২৩৩

Email: hmsharif1998@gmail.com

Website: www.sharif.ml

Facebook: www.facebook.com/hmsharif1998

FB Page: www.facebook.com/IslamiGanerKotha

ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাকের দরবারে অগনিত শুকরিয়া, যিনি এই সুন্দর পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষের কণ্ঠে দিয়েছেন সুমধুর সুর। দরুদ ও সালাম জানাই রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রতি, যার আগমনে ধন্য হয়েছে এই পৃথিবী।

আমি বইটি সেই ছোট্ট বন্ধুদের জন্য বের করার চেষ্টা করেছি, যারা সাত সকালে কায়দা-রেহাল বোকে নিয়ে, টুপি/হিজাব মাথায় পরে মজ্জবে যায় জ্ঞান আহরন করার জন্য। তাদের মধ্যে আমি অনেক প্রকার প্রতিভা আমি লক্ষ করেছি। এর মধ্যে একটি হল, তাদের কণ্ঠে আল্লাহ তায়ালা অনেক মায়াবী সুর, সুরেলা কণ্ঠ দান করেছেন। সেই অপূর্ব কণ্ঠকে কাজে লাগিয়ে হামদে খোদা, না'তে হাবিবুল্লাহ বা ইসলামী সঙ্গিতের চমৎকার মুর্ছনায় ভাসিয়ে দিতে চান প্রতিটি মজ্জবের মুয়াল্লিম। তাই ছোট্ট বন্ধুদের সুবিধার্থে নতুন গজলগুলো একত্র করে একটি পুস্তক আকারে প্রকাশ করলাম।

ছোট্ট বন্ধুরা! তোমাদেরকে বলছি, তোমরা যখন গজল গাইবে তখন খুব ভালো করে প্রতিটি কথার, প্রতিটি শব্দের উচ্চারণের দিকে খেয়াল করবে। যেন কোন ভুল উচ্চারণ না হয়। আর হ্যাঁ কোথায় কতটুকু টান বা ভাঙ্গা তা ও খুব ভালো করে খেয়াল রাখবে। তাহলেই দেখবে তুমি খুব সুন্দর গজল গাইতে পারছ। আর হ্যাঁ বেশী বেশী অনুশীলন করার কথা কিন্তু ভুলনা। এখন মজ্জব থেকে বাসায় গিয়ে অবশ্যই তোমার আব্বু আম্মুকে তোমার এই বইটি দেখাবে। এবং বলবে তারা যেন বইটি পড়ে।

অভিবাবকদেরকে বলছি, আপনার সন্তানের প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেবেন না। আপনার একটু চেষ্টাতেই তার প্রতিভা সবার সামনে ফুটে উঠবে। তাকে সময় দিন, তার প্রতিভা প্রকাশের জন্য সাহায্য করুন। এই গজল গুলো তাকে শুনিয়ে, অনুশীলন করার জন্য সহযোগীতা করুন। এই বইটির প্রত্যেকটি গজলই আমি ইন্টারনেটে আপলোড দিয়ে রেখেছি। প্রতি পৃষ্ঠার শেষের ঠিকানা অনুযায়ী গেলে আপনি গজলগুলো পেয়ে যাবেন।

মানুষ মাত্রই ভুল। আমরাও ভুলের উর্ধে নয়। যদি আপনার দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পরে তাহলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। সেই সাথে আমাদেরকে জানিয়ে দেবার জন্য আহ্বান করছি। যেন পরবর্তি সংস্করনে শুধরে নিতে পারি।

অবশেষে বলতে চাই, এই বইয়ের পেছনে যারা কিস্মিত মেহনত ও করেছেন, আল্লাহ যেন সবার মেহনতকে কবুল করে নেন। এবং সবার মনের নেক আশাগুলোকে পুরণ করেন। এবং একে যেন সকলের নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করে নেন। আমিন।

কোথায় কি আছে?

ক্র. নং/ সঙ্গীতের নাম	পৃষ্ঠা নং
০১/ তার নেই তোলনা	০৪
০২/ রোজ বিহানে একটা পাখী	০৫
০৩/ জোছনা রাতের নিবির ছোঁয়ায়	০৬
০৪/ তোমার দিদার পাওয়ার আশা	০৭
০৫/ হৃদয়ের জানালা খুলে দাও না	০৮
০৬/ দৃষ্টি মোদের যায় যতদূর	০৯
০৭/ হৃদয় জুড়ে তোমারই প্রেম	১০
০৮/ মাদীনা	১১
০৯/ ও মাদীনার বুলবুলি	১২
১০/ হাজার ফুলের মালা	১৩
১১/ লক্ষ তারার মাঝে তুমি একটি তারা	১৪
১২/ সুখে দুঃখে জপে সবাই	১৫
১৩/ মালিকরে ভুলিয়া	১৬
১৪/ মা আমাকে ডেকে দিও	১৭
১৫/ বাড়ীওয়ালা নাইরে বাড়ী	১৮
১৬/ তোমার তোলনা মা কেও হবে না	১৯
১৭/ সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে	২০
১৮/ সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে	২১
১৯/ তোমার সৃতি মাগো হয়না ইতি	২২
২০/ সময় থাকতে নাও ভাবিয়া	২৩
২১/ মন উড়ে যায়	২৪
২২/ ওগো আল্লাহ ক্ষমা করে দাও	২৫
২৩/ ধন্য আমি ধন্য	২৬
২৪/ সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা	২৭
২৫/ পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে	২৮
২৬/ কতদিন আর থাকবে তুমি ভবে	২৯
২৭/ আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর	৩০
২৮/ তুমি জষ্টি মকুল	৩১
২৯/ আল্লাহ তুমি অপরূপ	৩২
৩০/ হৃদয় জুড়ে তোমারই প্রেম	৩৩
৩১/ শুকুর গোজার করি আল্লাহ	৩৪
৩২/ আমারই মনেতে আছে যে মাদীনা	৩৫
৩৩/ পাহাড় যেমন করে বার্ণা বহায়	৩৬
৩৪/ হাসবি রাব্বি জালাল্লাহ	৩৭
৩৫/ আমি যদি কভু ভুলে যাই	৩৮
৩৬/ আকাশের তারাগুলো যদি নিভে যায়	৩৯
৩৭/ মা আজ কেন আমায় ডাকনা	৪০
৩৮/ মনটা করে দিব বল	৪১
৩৯/ আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও	৪২
৪০/ ভুলতে পারি না বাবা আজ আমি তোমাকে	৪৩
৪১/ তোমার প্রেমের জল	৪৪

তার নেই তোলনা

তার নেই তোলনা, তার সম কেহ না...

তার লাগি হও দিওয়ানা...। (২)

তার নামে গাও গান, বল আল্লাহ মহান

পাবে অগনিত তার অনুদান...। (২)

তারে ভুলে যেও না, ওরে অবুঝ মনা (৩)

নিশি রাতে কেদে কেদে তারে জপ না। (ঐ)

তারে ভাব নিরালা, ডাক তারে সিজদায় (৩)

তার মত বন্ধু, আর কেহ নাই। (ঐ)

তারে কেন খোজ না, কেন তারে বুঝ না। (৩)

তারে পেলে সবই পাবে তা কি জানো না...(ঐ)

রোজ বিহানে একটা পাখী

রোজ বিহানে একটা পাখি আল্লাহ আল্লাহ ডাকে
সেই পাখিটির গানে গানে হৃদয় ঢুলতে থাকে (৩)

দিকে দিকে সে সুর তোলে সাড়া
ঘুম ভেঙ্গে যায় সে সুর শুনে জাগে ঘুমের পাড়া (৩)
রঙ্গিন আলো ছড়িয়ে পরে তখন শাখে শাখে (২) (ঐ)

ফুলে ফুলে রঙ্গিন রেণু উড়ে
মৌমাছির তখন শুধু ঘোরে (৩)
গুনগুনিয়ে তখন সে যে গাইতে শুধু থাকে (২) (ঐ)

ভোরের বাতাস পাতায় পাতায় নাচে
পাপড়ি ঝরে ঘাস ফুলেদের কাছে (৩)
ঘাসে ঘাসে ফুলের রেনু চতুর্দিকে মাঠে (২) (ঐ)

জোছনা রাতের নিবির ছোঁয়ায়

জোছনা রাতের নিবির ছোঁয়ায় তোমার কথাই ভাবি
তোমারই নামের প্রেম পাথারে শুধুই থাকি ডুবি (৩)
তুমি যে সীমাহীন দয়া অপরিসিম তোমার দয়ায় সবই (২) (ঐ)

নিখিল দিগন্তের প্রান্ত ছুয়ে মন ছুটে যায় একা
দুই নয়নে খুজে ফিরি পাব বলে তোমার দেখা (৩)
ব্যর্থ হয়ে মনের কাবায় আঁকতে শুরু করি তোমার ছবি (ঐ)

দুচোখ ভরে স্বপ্ন দেখি মগ্ন থাকি তব প্রেমে
দিন কেটে যায় আশায় আশায় তোমায় পাবার অশ্বেষনে (২)
তোমায় পেতে এই মনেতে (২) হাজার কবিতা লিখে কবি (ঐ)

তোমার দিদার পাওয়ার তাশা

তোমার দিদার পাওয়ার আশা
বোকের মাঝে বেধেছে বাসা (৩)

হৃদয়ের আকুতি শুধু মিনতি তুমি তুমি
শয়নে স্বপনে সঙ্গোপনে তব খুজি আমি
এ জীবনের চাওয়া তুমি এ জীবনের স্বপ্ন তুমি (২)

বাসনা কামনা শুধুই তোমার তরে
দেখিব প্রিয় তোমায় এ দুটি নয়ন ভরে (২)
ও প্রিয় নাবী ধ্যানের ছবি (২) ওহে আল আরাবী। (ঐ)

কত যে বোক বিঝেছি চোখের লোনা জলে
খুলেছি মনের দুয়ার তুমি আসবে বলে। (২)
ও বিশ্ব নাবী আখেরী নাবী (২) ওহে নুরের রবি। (ঐ)

হৃদয়ের জানালা খুলে দাও না

হৃদয়ের জানালা খুলে দাও না
প্রভুর প্রেমে কেন সারা দাও না (৩)

বিশ্ব মালিক যিনি আল্লাহ মহান
সৃষ্টি তারই এই নিখিল জাহান (২)
দরগাহে তার (২) হাত পাত না (ঐ)

ক্ষমা চাও ডুব যদি পাপ দরিয়ায়
ক্ষমা করে দিবে প্রভু দয়া বিলায় (২)
তবু কেন তারই ডাকে (২) সারা দাও না (ঐ)

দৃষ্টি মোদের যায় যতদূর

দৃষ্টি মোদের যায় যতদূর সৃষ্টি তোমার ছড়ানো
সৃষ্টি যত অবিরত তোমার মায়ায় জড়ানো (৩)

না চাহিতে দাওগো তুমি বাচার অধিকার
ইচ্ছে হলে আবার তুমি নিতে পার প্রান সবার (৩)
তোমার হাতে সব জীবন তোমার হাতে যে মরন (৩)
ইচ্ছে যদি কর তুমি যায় না যে তা ফেরানো (ঐ)

পিপাসাতে দাও গো পানি রাত্রি এলে ঘুম
সকাল হলে সূর্যি মামা দেয় যে একে চুম (৩)
সব খানে আছ তুমি আসমানে বা বন ভূমি (৩)
রাতের আকাশ নিপুন হাতে মধুর সাজে সাজানো (ঐ)

কল কল সুর ধরিয়া নদী গাহে গান
জোয়ার ভাটা ক্ষনে ক্ষনে এও তোমার দান (৩)
বাদশা কে ফকির বানাও ফকিরকে আমির বানাও (৩)
মান অপমান কান্না হাসি তোমার হাতে লোকানো (ঐ)

হৃদয় জুড়ে তোমারই প্রেম

হৃদয় জুড়ে তোমারি প্রেম দাও প্রভু আমারে (৩)
কোন সময় আমি যেন.. (৩) ভুলিনা তোমারে। (ঐ)

প্রেম আর ভালোবাসা শুধু তোমার সাথেই হয়,
তুমি ছাড়া অন্য কেহ অতো আপন নয়। (৩)
তাইতো সবার আগে.. খুঁজেছি তোমারে। (ঐ)

যখন আমার কেউ ছিলো না, তখন ছিলে তুমি,
যখন আমার কেউ রবে না, তখনও রবে তুমি।(৩)
চাই না প্রভু আমি... হারাতে তোমারে....। (ঐ)

আমার হৃদয় দাও ভরিয়ে, তোমার আলো দিয়ে।
দুঃখ যত দাও ঘুচিয়ে, তোমার রহম দিয়ে। (৩)
আপন করে নাও.. প্রভুগো আমারে....। (ঐ)

মাদীনা

মাদিনা মাদিনা মাদিনা মাদিনা (২)

তোমারই প্রেমেতে মন হল দিওয়ানা
যেতে চায় তোমারই রওজা মাদিনা (২)(ঐ)

রাসূলে আরাবী তুমি আলোর রবি
তোমারই প্রেমে সৃজন হল এ সবই (২)
ওগো প্রিয় তুমি আমার আশার আলো (২)
সারা জনম তোমায় বেসে যাব ভালো। (ঐ)

তোমারই পরশে উজালা এ ভুবন
তোমায় ভেবে ভেবে যায় এ মন সারাক্ষন।(২)
তোমার নামের দরুদ জপি সারা বেলা। (২)
ইয়া মুহাম্মদ, মুহাম্মদ ইয়া কামলি ওয়ালা। (ঐ)

ও মাদীনার বুলবুলি

ও... মদিনার বুলবুলি
তোমার নামে ফুল তুলি। (৩)
যতন করে হৃদয় মাঝে (২)
একা একা নিরিবিবি। (ঐ)

সেই ফুলেরই পাপড়িগুলো ঝড়ে পড়েনা...
মুগ্ধ করা সুবাস তাহার কভু শেষ হয় না। (৩)
সেই সুবাসে ব্যাকুল হয়ে (২)
গাই তোমারই গিতালী... (ঐ)

মনের কাবায় তোমার ছবি নিত্যদিনই আঁকি...
তোমার নামের ছন্দমালা আর কবিতা লিখি। (৩)
কবি ও.. কবির সাথে (২)
গড়ে সাধের মিতালী... (ঐ)

হাজার ফুলের মালা

গোলাপ নিলাম গাদা নিলাম, নিলাম রজনীগন্ধা
মনের সুখে মালা গাথিব সকাল থেকে সন্ধ্যা (২)
ইয়া রাসুলান্নাহ ইয়া হাবিবান্নাহ (২)

একবার দেখা দাও যদি ওগো কামলিওয়ালা
হাসি মুখে পরাব তোমায় হাজার ফুলের মালা (২) (ঐ)

লাল ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলো
উহুদ ময়দানে নরীর রক্তের কথা বলে
তাই লাল ফুলকে (২) বাগান থেকে তুলে গাথলাম মালা (ঐ)

সাদা ফুলকে প্রশ্ন করি রংটি কোথায় পেলো
নবীজীর ওই দাত মোবারক সাদা ছিল বলে (২)
তাই সাদা ফুলকে (২) বাগান থেকে তুলে গাথলাম মালা (ঐ)

লক্ষ তারার মাঝে তুমি

লক্ষ তারার মাঝে তুমি একটি তারা
 যার লাগি পাগল এই বসুন্ধরা (৩)
 আলোক রস্মিতে যার হয় উজালা (৩)
 সে যে আমার কামলিওয়ালা কামলিওয়ালা (২) (ঐ)

আকুল পৃথিবী যার পরশ লাগি
 ফুল পাখী যার প্রেমের অনুরাগী (৩)
 যে ফুলের সৌরভে মন উতলা (৩)
 সে যে আমার কামলিওয়ালা কামলিওয়ালা (২)

যে নাম বোকেতে আছে সব মুমিনের
 সেরা মানব যিনি সকল যুগের (৩)
 যার হাতে আছে কাওছার পেয়ালা (৩)
 সে যে আমার কামলিওয়ালা কামলিওয়ালা (২)

যার নামে পাখী গায় কুহু রবে
 যার প্রেমে নদী বহে কলরবে (৩)
 উতাল সাগর দেয় উর্মী মালা (৩)
 সে যে আমার কামলিওয়ালা কামলিওয়ালা (২) (ঐ)

সুখে দুঃখে জপে সবাই

সুখে দুঃখে জপে সবাই আল্লাহ্ আল্লাহ্ (২)

দু জাহানের সবাই সে নাম জপে মুহূর্মুহ্ (২) (ঐ)

জপে আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ (৬)

বাউল হাওয়ায় গানে গানে, আল্লাহ্ ডাকে প্রাণে প্রাণে (৬)

ফুলেরা জপে ঘ্রাণে ঘ্রাণে (২)

বনের কুকিল আল্লাহরই নাম জপে কুহ্ কুহ্ (২)

জপে আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ (৬)

বনের পাখি উড়ে উড়ে, সুর ছড়িয়ে বহু দূরে (৬)

আল্লাহ্ জপে সুরে সুরে (২)

আল্লাহ্ জপে মুমিন বান্দার সেই পবিত্র রুহ্ (২)

জপে আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্, আল্লাহ্ আল্লাহ্ আল্লাহ্ (৬)

মালিকরে ভুলিয়া

হঠাত আজরাইল পাঠাইয়া তরে নিতে পারে ভুলিয়া
কিসের আশায় রইলিরে মন,
মালিকরে ভুলিয়া ও তুই মালিকরে ভুলিয়া (২)

ধন সম্পদ পাইয়া হাতে করলি জমিদারী
ক্ষমতার অহংকারে (ও তুই) করলি বাহাদুরী (২)
ও তোর রেশমী পোষাক সোনার আংটি (২)
নেবে স্বজনরা খুলিয়া। (ঐ)

ক্ষণে ক্ষণে কবর ডাকে আয়রে আমার বাড়ি,
মাটির উপর থাকবি রে (ও) তুই দিন দুএক চারি।
আসতে তোর হবে একদিন (২)
সাদা কাফন পরিয়া (ঐ)

মা আমাকে ডেকে দিও

মা আমাকে ডেকে দিও। (৪)

সকাল হলে সবার আগে, (২)

মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ যখন আল্লাহ মহান বলে জাগে। (ঐ)

নামাজ পড়ে সবার সাথে কায়দা রেহাল নিয়ে হাতে, (২)

যেতে হবে মক্তবে মা, পেতে হলে জ্ঞান গরিমা। (২)

ফজর কাজা হয়ে গেলে, (২)

সারাটা দিন কষ্ট লাগে। (ঐ)

আল কোরানের সুরে আমি জগৎ জুড়ে হই যে দামী। (২)

সেই কোরানের তিলাওয়াতে আকুল হতে মন প্রভাতে। (২)

আজান হলে ডেকে দিও, (২)

শয়তানেরা যখন ভাগে। (ঐ)

ষাড়ীওয়ালা নাইরে ষাড়ী

চোখেরই পলকে তুমি হতে পার লাশ।
 চির তরে বন্ধ হবে তোমারই নিশ্বাস। (২)
 হবে এলান তোমারই নাম মসজিদের মাইকে, (২)
 বাড়িওয়ালা নাইরে বাড়ি নাইরে দুনিয়াতে। (৬)

তোমার ভয়ে থাকত মানুষ ছিল বাহাদুরী,
 ভাবনি হাওয়ায় উড়া তুমি যে রঙিন ঘুড়ি। (২)
 সুতোয় টান দিলে মালিক, (২)
 পারবে না থাকিতে। (ঐ)

বাড়ি গাড়ি মিল ফ্যাক্টরী টাকারও পাহাড়,
 বিলাসীতায় কেটেছে জনম কত অহংকার। (২)
 দামী কাপড় ছেড়ে হবে, (২)
 সাদা কাফন পরিতে। (ঐ)

যাদের সাথে চলতে তুমি থাকতে দিবানিশি,
 জানাযায় শরিক হবে তোমার প্রতিবেশী। (২)
 স্বজনেরা নিয়ে যাবে, (২)
 তোমাকে পালকিতে। (ঐ)

তোমার তোলনা মা কেও হবে না

মা মা মা মা

দিন চলে যায়, মাস চলে যায়,
পথ চেয়ে থাকি মা তোমার আশায় (২)

মায়া মমতা দিয়ে, বড় করেছে,
ব্যাথা বেদনা মা তুমি সবই সয়েছ।
তোমার তোলনা মা কেও কেও হবে না। (ঐ)

তোমার সৃতি মা গো মনে হলে
দু'চোখের অশ্রুতে হৃদয় জলে। (২)
সইব মা গো আমি কেমন করে, (২)
হারানোর সেই বেদনা। (ঐ)

ঘরে ফিরি যবে গভীর রাতে
বসে থাকত মা প্রদীপ হাতে। (২)
ঘুম নেই মায়ের দুটি চোখে, (২)
ফিরবে কবে বাছা। (ঐ)

সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে

সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চায় না এ মন,
তবু চলে যেতে হয়। (২)

ফুল পাখি ফসল আর বনের ও ছায়া,
জোছনার আলোতে আহা কি মায়া ! (২)
আমারি মন ছুঁয়ে যায়, জাগে কত বাসনা।
রাঙ্গাবো এ জীবন রঙ্গের ও মেলায়।
রাঙ্গানো শেষ না হতে চাওয়া পাওয়া,
তবু চলে যেতে হয়-তবু চলে যেতে হয়। (ঐ)

সুখেরও দু'চালা ছাউনি দিয়া,
যতন করিয়া ঘড় বাধিয়া। (২)
সাজানো হলো এ জীবন, বেচে থাকার আশায়।
তখনি এসে গেলো ওপারের ডাক! (২)
জীবনের সাধ না মেটিতে আশা-স্বপনো।
তবু চলে যেতে হয়, তবু চলে যেতে হয়। (ঐ)

সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে

সাগরের ঢেউয়ের দোলাতে,
পাহাড়ের ঝর্ণা ধারাতে, (২)
কত যে স্বপন সুসমা, মহান মহিমা গোপন গরিমায়
রেখেছ হৃদয় ভুলাতে। (ঐ)

পাখিদের কুজন কাকলী,
সবুজের সোহাগ স্যামলী, (২)
গাহে যে তোমারই গান, ছড়িয়ে সুরেরই তান। (২)
হৃদয়ের পাপড়ি খোলাতে। (২) (ঐ)

নিলিমার নিখুত নিলয়ে, পৃথিবীর বিপুল বিষয়ে
দিয়েছ সোভা অফুরান হে মহান হে মহিয়ান।
বিহনের বিমল বাতাসে অসীমের আকুল আভাসে (২)
দেখি যে তোমার শান, হে খোদা হে রহমান, (২)
জীবনের হিসাব মিলাতে। (২) (ঐ)

তোমার সৃতি মাগো হয়না ইতি

তোমার সৃতি মাগো, হয় না ইতি কেন? (২)

দিনে দিনে বেড়ে বেড়ে হয় যে দিগুন।

মা... মা গো... মা... (ঐ)

কত দিন কেটে গেল দেখি না তোমায়

কত রাত বয়ে গেল শ্রাবন ধারায়। (২)

চার দিকে আমার আজ শুধুই আধার

ক্ষনে ক্ষনে বাজে মনে তোমার সে সুর।

মা... মা গো... মা... (ঐ)

ঘরে ফিরে আসতেই খোকা বলে ডাকতে

দু'হাতে বোকের মাঝে জরিয়ে রাখতে। (২)

মায়ার আচল খানি ডাক দিয়ে যায়,

বোকের ভেতর জলে দহনের আগুন।

মা... মাগো... মা... (ঐ)

সময় থাকতে নাও ভাবিয়া

সময় থাকতে নাও ভাবিয়া,
এই জীবনটা কার লাগিয়া, (২)
প্রভু করিল সৃজন?

ভাব ওরে মন, জীবন সন্ধিক্ষনে
কি জবাব দিবে তখন (২)

বাড়ি গাড়ি টাকা কড়ি যাহাই তুমি গড়,
অসময়ে পাবে না তা যতই হও বড়। (২)
তাই থাকতে সময় প্রভুর তরে শির
নত কর মন।

নাহয় ভাব...
জীবন সন্ধিক্ষনে, কি জবাব দিবে তখন? (ঐ)

অতিতেরই রাজা প্রজার ইতিহাস দেখ তুমি
অসময়ে কেও বাচেনি, জীবনটাকে চুমি। (২)
তাই থাকতে সময় প্রভুর তরে শির
নত কর মন।
নাহয় ভাব, জীবন সন্ধিক্ষনে কি জবাব দিবে তখন? (ঐ)

মন উড়ে যায়

মন উড়ে যায় নীল আকাশের প্রান্ত ছুয়ে ডানা মেলে
স্বপ্ন পাখি মেলে আঁখী দূর সুদূরে যাওয়ার ছলে। (৩)

ভোর পাখীদের গুন গুন গানে

ফাগুন আসে মনে মনে

যায় বহুদূর সুর, বাজে সুখেরই নুপুর। (ঐ)

পাল তুলে ঐ মাঝির সুরে বাজে সুখের বাশী,

উথাল পাথাল ঢেউ তুলে সে যায় গো সর্বনাশী। (২)

ছন্নছাড়া খেয়ালী মন (২) জোছনার রাত দুপুর। (ঐ)

বন বাদারে কাপন তোলা উদাসী হাওয়া,

ইশান কোনে পুঞ্জ মেঘের জমকালো ধাওয়া। (২)

তেপান্তের মাঠ পেরিয়ে, (২) চল যাই বহুদূর। (ঐ)

ওগো আল্লাহ ক্ষমা করে দাও

আল্লাহ ওগো আল্লাহ ক্ষমা করে দাও মাফ করে দাও। (২)

যতদিন এই জীবন বিনা বাজিবে

সুপথে চালাও মাফ করে দাও। (২) (ঐ)

তোমাকে না দেখিয়া নবিকে না চিনিয়া ঈমান এনেছি তবুও (২)

এই উছলায় রহম ও দয়া বিলাও। (ঐ)

কাউকে শরিনা কাউকে ডরিনা তোমাতে শির দেই তবুও। (২)

এই উছলায় বিপদে পার করে নাও। (ঐ)

কারো কাছে হারিনা কারো অনুসারি না তব দ্বারে হাত পাতি তবুও। (২)

এই উছলায় চিরসুখি জান্নাতে দাও। (ঐ)

স্বার্থকে ত্যাগিয়া বুকে মোরে আগিয়া মা বাবা গেল গড়ে চলিয়া। (২)

এই উছলায় মা বাবাকে জান্নাতে নাও। (ঐ)

ধন্য আমি ধন্য

ধন্য আমি ধন্য শুধুই তোমার জন্য। (২)
 তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার, (২)
 এত কাছে অনন্য। (ঐ)

তোমার মত মালিক যাদের আছে
 বিপদ বালাই তুচ্ছ তাদের কাছে। (২)
 তুমি আছ যার তার কাছে আর
 যা কিছু সবই নগন্য। (ঐ)

তোমার খুশী থাকে যদি পুজি
 কামিয়াবী আসবে আমার খুজি। (২)
 তুমি যাকে চাও দ্বার খুলে দাও। (২)
 বাগিচা বনে অরন্য। (ঐ)

সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা

দুনিয়া সুন্দর, মানুষ সুন্দর
 আসমান সুন্দর, জমিন সুন্দর
 সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা
 জানিনা কত সুন্দর তুমি আল্লাহ। (২) (ঐ)

ঝরণা ছুটে চলে এঁকেবেঁকে,
 পৃথিবীর পটে কত ছবি এঁকে। (২)
 নদীর কলতানে, সাগরের গর্জনে। (২)
 ঢেউয়ে ঢেউয়ে দেয় পাল্লা। (ঐ)

বাগানে ফুটে ফুল রাশি রাশি,
 রাতেরই তারা ভরা চাঁদের হাসি। (২)
 গুণগুণ গানে ডেকে মৌমাছি মধু চাকে। (২)
 ফুলে ফুলে করে হল্লা। (ঐ)

দখিনা বাতাস গায়ে পরশ বুলে,
 তার টানে পাল তুলে নৌকা চলে। (২)
 তোমারি নামে মনে ভাটিয়ালি সুরের তানে, (২)
 দাঁড় টেনে যায় মাঝি মাঝি। (ঐ)

পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে

পদ্মা মেঘনা যমুনার তীরে;
কত ঢেউ চলে যায় আসে নাতো ফিরে। (২)
তেমনি আমিও হারিয়ে যাব, (২)
আসবনা কভু ফিরে। (ঐ)

কত মায়া স্নেহ প্রীতি কত স্মৃতি গানে,
মুখরিত ছিল এই অঙ্গন।
কালের আবর্তে ছিড়বেনা তো,
আমাদের প্রীতির এ বন্ধন। (২)
চিনবেনা তো কোনদিন দেখা হলে,
আসা যাওয়া পথের ধারে। (ঐ)

ওই চাঁদ ওই তারা ওই আসমান
সবি রবে আগের মত।
থাকবনা আমি শুধু
ক্ষনিকের মিছে এ জীবন।
তাই কান্নারা বিরহের ঢেও তুলে যায়,
আমার এ হৃদয় জুড়ে। (ঐ)

কতদিন আর থাকবে তুমি ভবে

কতদিন আর থাকবে তুমি ভবে,
একদিন তো বিদায় নিতে হবে
তোমায় একদিন তো বিদায় নিতে হবে। (৩)

কিরামান কাতিবিন যেদিন নেবেন অবসর,
এই দুনিয়ার সবাই সেদিন হয়ে যাবে পর। (৩)
জানো কি সে বিদায় লগন (২)
আসবে কখন কবে। (ঐ)

কোথায় রবে সাথী স্বজন কোথায় ছেলে মেয়ে,
ভুলে গেছো আল্লাহর আদেশ আজকে যাদের পেয়ে। (৩)
কোথায় তোমার ধনে জনে সাজানো সেই ঘর?
দু চোখ মেলে দেখবে ভয়াল অন্ধকার কবর! (৩)
বাড়ি গাড়ির মালিক তুমি (২)
কি লাভ তাতে হবে? (ঐ)

তাল্লাহ তুমি দয়ার সাগর

আল্লাহ তুমি দয়ার সাগর রাহমানুর রাহীম।
তোমার দয়ায় পূর্ণ আমার সারা নিশী-দিন।(২)

তুমি মিটাও সকল চাওয়া দু'দিন আগে পরে,
তোমার কাছে সকল পাওয়া সব তোমার তরে। (২)
তোমার পথে চললে সবাই আসবে যে সুদিন। (ঐ)

তুমি পারো করতে মোচন অভাব দুঃখী লোকের,
তুমি পরম মুক্তিদাতা মালিক এ জগতের। (২)
তোমার কাছে চাই যে পানাহ আমরা প্রতিদিন। (ঐ)

তুমি জিস্টি মকুল

তুমি যষ্টি মুকুল, মিষ্টি বকুল, বৃষ্টি ভেজা ফুল
তুমি আলোর মিনার, নূর মদিনার, জান্নাতি বুলবুল।
তুমি রহমতে রাসুল তুমি জান্নাতি বুলবুল। (ঐ)

যখন অন্ধকারে ছেয়েছিল এই পৃথিবীর সব
ওগো পুষ্প তুমি ছড়িয়ে দিলে মন মাতা সৌরভ (২)
তুমি আমার নবী, প্রাণের রবি, প্রাণের আওয়াজ বুল। (ঐ)

তুমি আনলে বাহাড়া, সূর্য নাহার, বাসন্তি সাজে
তুমি সভ্যতারই জাললে আলো ধরণী মাঝে (২)
তুমি প্রেমের নবী ধ্যানের ছবি সবার প্রেমাকুল। (ঐ)

তুমি শ্রেষ্ঠ নবী, ফুল সুরভী, প্রভুর প্রেমাস্পদ
পড়ে জিন পরিও দুরন্দ তোমার প্রিয় মোহাম্মদ (২)
তুমি স্নেহের ছায়া, মায়ার কায়া, রহমতে রাসুল। (ঐ)

তুমি পথ ভোলারে পথ দেখাতে দিয়েছো দাওয়াত
আর দ্বীনের তরে অকাতরে সয়েছো আঘাত। (২)
তোমায় কাছে পেতে ছোঁয়া পেতে হৃদয়টা ব্যাকুল। (ঐ)

আল্লাহ তুমি অপমুপ

আল্লাহ তুমি অপমুপ না জানি কতো সুন্দর,
তোমায় আমি সপেছি প্রান সপেছি এই অন্তর। (২)

তোমার আলো ছড়িয়ে পড়ে সুন্দর এই পৃথিবীতে।
চাঁদ সুরজ জেগে উঠে তোমার ডাকে সাড়া দিতে। (২)
তুমি আছো বকের গভীর গহিন ভিতর। (ঐ)

এই দুনিয়ার মালিক তুমি তুমি মেহেরবান,
বৃক্ষলতা সাগর নদী সবই তোমার দান। (২)
তোমার পথে চলি যেনো সারাটি জীবন ভর। (ঐ)

হৃদয় জুড়ে তোমারই প্রেম

হৃদয় জুড়ে তোমারি প্রেম দাও প্রভু আমারে (৩)
কোন সময় আমি যেন, (৩) ভুলিনা তোমারে (ঐ)

প্রেম আর ভালোবাসা শুধু তোমার সাথেই হয়,
তুমি ছাড়া অন্য কেহ অতো আপন নয়। (৩)
তাইতো সবার আগে, খুঁজেছি তোমারে। (ঐ)

যখন আমার কেউ ছিলো না, তখন ছিলে তুমি,
যখন আমার কেউ রবে না, তখনও রবে তুমি (৩)
চাই না প্রভু আমি, হারাতে তোমারে। (ঐ)

আমার হৃদয় দাও ভরিয়ে, তোমার আলো দিয়ে।
দুঃখ যত দাও ঘুচিয়ে, তোমার রহম দিয়ে। (৩)
আপন করে নাও, প্রভুগো আমারে। (ঐ)

শুকুর গোজার করি আল্লাহ

শুকুর গোজার করি আল্লাহ

সব তোমারই দান আল্লাহ, সব তোমারই দান। (২)

না চেয়ে পেয়েছি তোমার (২) দয়া অফুরান আল্লাহ। (ঐ)

এই সবুজের মাঠ बनানী, তৃষ্ণাতে পাই শিতল পানি।

ফুল ফসলের জগত খানি দিলে মেহেরবান। (২)

ফুল ফসলের জগৎখানি (৩) দিলে মেহেরবান আল্লাহ। (ঐ)

কলুষিত পৃথিবীতে ন্যায়ের পথে যেতে

আরো দিলে ধরনীতে খোদারই কোরআন। (২)

পাহাড় চিরে ঝর্ণা ঝরে, বৃষ্টি ঝরে মুষলধারে। (২)

পরপারে ধরনীতে নদী বহমান আল্লাহ। (ঐ)

আমারই মনেতে আছে যে মাদীনা

আমার এ মনেতে আছে যে মাদীনা
তাই তো হৃদয় আমার আর দেবী সহো না। (৩)
মন যেতে চায় শুধু (২)
রয়েছে কামলিওয়ালা। (ঐ)

যেখানে এসেছে আমার নাবী
আমি এ মনে একেছি তারই ছবি
তিনি যে স্বপ্নের সকাল যিনি মাদিনার দুলাল। (২)
যে হল কাওছার ওয়ালা। (ঐ)

ও প্রভু আমাকে দাওনা ডানা
আমি ডানাতে ভর করে যাই মাদীনা। (৩)
আমাকে যাওনা নিয়ে তোমারই রহম দিয়ে (৩)
মন যে কিছুই বুঝে না। (ঐ)

পাহাড় যেমন করে ঝর্ণা সহায়

পাহাড় যেমন করে ঝর্ণা বহায়,
নদী যেমন করে সাগরকে চায়।
তেমনি করে প্রভু চাই তোমাকে,
আধার যেমন করে চায় আলোকে। (২) (ঐ)

গোধূলীর আলো আভা বিকেল বেলা
কাটে না কাটে না প্রভু রঙের মেলা। (৩)
জীবনের সব খানে চাই তোমাকে, (২)
আধার যেমন করে চায় আলোকে। (২) (ঐ)

শিশু যেমন করে মায়েরই কোল
আকড়ে ধরে রাখে করে নাকো ভুল। (৩)
তেমনি করে প্রভু চাই তোমাকে, (২)
আধার যেমন করে চায় আলোকে। (২) (ঐ)

স্বপ্ন বিভোর চোখে ভাবি সারাক্ষণ
তোমার প্রেমের সুধা পাব কখন
জীবনের প্রতি ভোরে চাই তোমাকে
আধার যেমন করে চায় আলোকে। (২) (ঐ)

হাসবি রাস্বি জালালাহ

হাসবি রাস্বি জালালাহ, মাফী কালবি গায়রুল্লাহ।

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (স)। (২)

একা একা আছি বসে জীবনেরই চলতি পথে।

চোখেরি জল ঝরে পড়ে আমার বুক ভেঙ্গে যায় বেদনায়।

বিপদ আপদ মসিবতে দুদিনেরই গতিপথে,

পাইনা খুজে বন্ধু আমার ও আল্লাহ পাই শুধু তোমায়। (ঐ)

যখন আমি বসে ভাবি একা একা আনমনে,

পাগল এ মন ব্যকুল হয়ে মজনু হয়ে যায় তোমার স্বরনে।

মন ভরে যায় চোখ জুড়ে হায়, তোমার প্রেমে মধুর টানে।

আল্লাহ্ আল্লাহ তুমিতো শুধুই আমার। (ঐ)

মনের ভুলে ভুলে গেলেও তুমি ভুলে যেওনা আমাকে।

তুমি হীনা এই জীবনে বেচে থেকে বল লাভ কি আছে।

তুমি প্রভু যেওনা কভু দুখের দিনেও যেন পাই তোমাকে।

আল্লাহ্ আল্লাহ তুমিতো শুধুই আমার। (ঐ)

তামি যদি কভু ভুলে যাই

আমি যদি কবু ভুলে যাই প্রভু তোমায়,
তবে আলোর দেখা দেখিয়ে দিও গো আমায়।
তুমি যে আমার প্রভু তুমিতো রব,
তুমি যে আমার মালিক তুমিতো সব। (২)

ভুলে যেতে পারি আমি এ পৃথিবীর ধোকায়ে,
তুমি যদি থাকো পাশে ভুলবনা কভু তোমায়।
এ আমার কসম তোমার কাছে যেওনা ভুলে আমায়। (ঐ)

তোমার জন্যে এ জীবনে জন্ম আমার মৃত্যু আমার,
করনা হতাশ প্রভু দীদার চাই বারেবার।
এ আমার চাওয়া তোমার কাছে যেওনা ভুলে আমায়। (ঐ)

আকাশের তারাগুলো যদি নিভে যায়

আকাশের তারাগুলো যদি নিভে যায়
 বিকিমিকি আর যদি নাই বা করে। (২)
 তবে খুজবো কোথায় মাগো তোমায়,
 আলোহীন এই আঁধারে।
 আমি ভালবাসি শুধু তোমারে। (২) (ঐ)

জীবনটা যখন হলো গুরু
 তুমি শেখালে মোরে সঠিক দীশা,
 কে প্রভু কে রাসুল জানিনা যখন
 তুমি তো তখন মিটালে তৃষা। (২)
 তাই যেওনা হারিয়ে মাগো, আমায় ছেড়ে।
 আমি ভালবাসি শুধু তোমারে। (২) (ঐ)

তোমার আদর তোমার সোহাগে
 হাঁটি-হাঁটি পা-পা হয়েছি বড়,
 আমার সুখের তরে পেয়েছো বিষাদ
 তবুও আঁচল দিয়ে আগলে ধরো। (২)
 তাই যেওনা হারিয়ে মাগো, আমায় ছেড়ে।
 আমি ভালবাসি শুধু তোমারে। (২) (ঐ)

মা আজ কেন আমায় ডাকনা

মা মা মা

আজ কেন আমায় সোহাগ মাথা ডাক ডাক না (২)

মায়ার আচল দিয়ে কেন আমায় তুমি (২)

জড়াও না। (ঐ)

কোথায় হারিয়ে গেলে তুমি

সারাক্ষন তোমায় খুজি আমি।(২)

মা বলে এত ডাকি (২)

ডাক কি শুনতে পাও না। (ঐ)

তোমার কথা মনে পরলে

বোকটা ভিজে যায় আখী জলে। (২)

তুমি ছাড়া আমি হেথা (২)

আর তো থাকতে পারি না। (ঐ)

মনটা কায়ে দিশ যল

মনটা কায়ে দেব বল বাসব ভালো কাকে (৩)
 সবাই বোঝে সার্থ শুধু দেখছি চোখে যাকে (২)
 তাই তো অধম দুহাত তুলে (২)
 ডাকছি যে তোমাকে (২) (ঐ)

কিছু দিলে কিছু পাব তার আগে তো নয়
 দিলেও কেহ আগে কিছু চায় সে বিনিময় (২)
 পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে সবে (২)
 মমতা দিয়ে ডাকে। (ঐ)

পাপীদেরও রহম করো, পূরন কর আশা,
 তুমি শুধু বোঝাতে পারো সব মনের ভাষা। (২)
 তাই তো আমি নামটি তোমার (২)
 একেছি মনের বাকে। (ঐ)

আমি চাঁদকে বলি তুমি সুন্দর নও

আমি চাঁদ কে বলি তুমি সুন্দর নও

আমার মায়ের মত।

গোলাপকে বলি তুমি মিষ্টি নও

আমার মায়ের মত।

মা যে আমার সবার সেরা (২)

অনন্তকাল অবিরত। (ঐ)

হিরা নাকি শুনি সবচেয়ে দামী

সারাক্ষন করে ঝলমল।

তাহার চেয়ে অধিক দামী

আমার মায়ের আচল।

মাকে ছেড়ে চাই না আমি (২)

হীরা মানিক কত শত। (ঐ)

মা যে হল প্রেম মমতায়

বিধাতার সেরা উপহার।

হয় না কিছু মায়ের সাথে

অন্য কারো তোলনা।

মার পরশে যায় যে মুছে (২)

সকল বেদনা যত। (ঐ)

ভুলতে পারি না যাযা আজ আমি তোমাকে

বিষন্নতায় ছেয়ে গেছে এ হৃদয়
 কিছুতেই কাটে না যে অলস সময়
 নিশি দিন দুটি আখি পথ চেয়ে থাকে
 কত দিন হল বাবা দেখি না তোমায়
 বাবা.... ও
 ভুলতে পারি না আজ আমি তোমাকে (২)

তুমি যবে ছিলে কাছে মনে হত সবই আছে জীবনে আমার
 চলে গেছ দূরে তুমি হৃদয়টা মরুভূমি করে হাহাকার
 স্মৃতি ঘিরে মোরে রেখেছে হেথা
 মনে পরে শুধু তোমার কথা (২)
 আহত হৃদয় চোখের পাতায়
 তোমারই ছবি আকে। (ঐ)

যত গান যত সুর লাগে বেদনা বিদুর শুধুই করুন
 তুমি যবে আসিবে মন আমার হাসিবে খুশীতে দিগুন।
 তুমি হীন ভালো লাগে না এ কোলাহল,
 বিন্দু বিন্দু চোখে জমে শুধু জল।
 বিধে জগরনে অবিরত তব স্মৃতি মোরে পিছু ডাকে। (ঐ)

তোমার প্রেমের জল

আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ
আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ (২)

শুকনো এ মরুভূমিতে দাও তোমার প্রেমের জল
উভয় জাহানে চাই যে শুধু সেই প্রেমের ফসল। (২)
হৃদয়কে উজালা করে দাও দূর করে জালা
এ মন যেন তোমার প্রেমে থাকে যে উতলা। (ঐ)

প্রতিটি হৃদয়ে বাজে একটি নামের সুর
সেই সুরেরই তরঙ্গে মন যায় ছুটে বহুদূর। (২)
ঘুমন্ত হৃদয়ে মোবারক শ্রোত যায় বয়ে।
ভালোবাসার পরম সুখে মুখে উঠে আল্লাহ। (ঐ)

যে দিলে আছে, প্রেম সে দিল শুধু তোমার,
তোমার প্রেমে সুধা পেতে থাকে যে বে-কারার। (২)
তুমি ছাড়া মুমিন হৃদয় শুধু মরু ধুধু।
এই গলেতে দাও পরিয়ে তোমার প্রেমের মালা। (ঐ)

